নূরুল ইসলাম বনাম উড়ো চিঠি

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

প্রশাসনের অভ্যন্তরে চলছে নানা সমীকরণ। বদলি, পদোন্নতি, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রীর ভারপ্রাপ্ত সচিব নূরুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়াকে কেন্দ্র করে প্রশাসনে চলছে টানাপড়েন। প্রশাসনে নূরুল ইসলামের সমর্থকরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে বলে সূত্র জানিয়েছে। বিএনপি, জামায়াতের প্রভাবশালী একটি মহলও এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে রয়েছে। তারা বলছে, উড়ো চিঠির ভিত্তিতে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়মের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে নূরুল ইসলাম অন্যায় করেননি। অপর অংশ বলছে, নূরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের ৩০ এপ্রিল সরকার পতনের ডেডলাইনকে সামনে রেখে প্রশাসনে সাবোটাস করতে চেয়েছেন। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমেছিলেন। এ কারণে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। তবে প্রশাসনে নূরুল ইসলামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া জামায়াতপন্থি বলে পরিচিত কয়েকজন কর্মকর্তা ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। সূত্র জানিয়েছে, এখন তারা আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। এদিকে যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি নিয়ে প্রশাসনে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিভিন্ন দাবিতে সচিবালয়ে কর্মচারীরা প্রায় বেনামে লিফলেট ছেড়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। নানা সমীকরণের টানাপড়েনে প্রশাসন কার্যত অচল হয়ে পড়েছে।

নূরুল ইসলাম : একজন আমলার উত্থান

বিগত বিএনপি সরকারের আমলে ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন নূরুল ইসলাম। '৯২ সালের ১১ মার্চ থেকে '৯৪ সালের ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক পদে ছিলেন। সেখান থেকে ফেনীর ডিসি পদে পোস্টিং পান। এ সময় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ফেনীতে আসতে দেয়া হবে না বলে আওয়ামী লীগ সাংসদ জয়নাল হাজারী ঘোষণা দেন। তখন নূরুল ইসলাম ফেনীর ডিসি হিসেবে আলোচনায় আসেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ফেনীতে আসার ব্যবস্থা করে দেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তিনি নানাভাবে ম্যানেজ করে চলেন। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য নূরুল ইসলাম হন পুরস্কৃত। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নুরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর পিএস-১ পদে অধিষ্ঠিত হন। তার এই নিয়োগের পেছনে এক সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পিএস-১ পদে নিয়োগ পাওয়ার পর নূরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর আনুগত্য অর্জনের চেষ্টা চালান। তাতে সফলও হন। জানা যায়, ৩ মাসে তিনি নিজের পছন্দ মতো প্রশসন গোছানোর উদ্যোগ নেন। বিএনপি তাকে দিয়েই আগামী নির্বাচনী প্রশাসন গড়ার উদ্যোগ নেয় বলে জানা যায়। এ কারণে প্রণীত হয় বিতর্কিত ও অযৌক্তিক এক নীতিমালা। এই নীতিমালা তৈরির পর সাড়ে ৩০০ কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে নূরুল ইসলামসহ ১৭৮ জন কর্মকর্তাকে রাতারাতি পদোন্নতি দেয়া হয়। দেখা যায় বিতর্কিত নীতিমালার সব ক্রাইটেরিয়া পূরণ করা সত্ত্বেও অনেকে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ পদোন্নতির ১৩ মাসের মাথায় ২০০৩ সালে নূরুল ইসলাম আবারও পদোন্নতি পান। পরে এই পদোন্নতির জন্যও নীতিমালা পরিবর্তন করা হয়। এরপর নূরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব হন। ভারপ্রাপ্ত সচিব পদে পোস্টিং পাওয়ার পরই নূরুল ইসলামের ক্ষমতার দাপট আরো বেড়ে যায়।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল সরকার পতনের ডেডলাইন ঘোষণার পর প্রশাসনের ভেতরে বেশ তোলপাড় শুরু হয়। হাওয়া ভবন ঘেরাও কর্মসূচি আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে। এ সময় একটি উড়ো চিঠিকে কেন্দ্র করে ৫টি মন্ত্রণালয়ে নূরুল ইসলাম সরকার ও তারেক রহমানের দুর্নীতি বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেন। অনেকেই এ নির্দেশ পেয়ে অবাক হয়ে যান। প্রশাসনের জামায়াতপন্থী মহল বিএনপিকে বিপাকে ফেলাতে এগিয়ে আসে। নূরুল ইসলামের এ আচরণকে আওয়ামী লীগের ডেড লাইনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কিনা, গোয়েন্দা সংস্থা তা তদন্তে নামে। তারা বলছে, বেশ কিছু গোপন তথ্য তাদের কাছে আছে।

প্রশাসনে নূরুল ইসলামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া জামায়াতপন্থি বলে পরিচিত কয়েকজন কর্মকর্তা ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। সূত্র জানিয়েছে, এখন তারা আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। এদিকে যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি নিয়ে প্রশাসনে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিভিন্ন দাবিতে সচিবালয়ে কর্মচারীরা প্রায় বেনামে লিফলেট ছেড়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। নানা সমীকরণের টানাপড়েনে প্রশাসন কার্যত অচল হয়ে পড়েছে

উড়ো চিঠিতে যা আছে

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আসা উড়ো চিঠিটি ছিল দুই হাজার শব্দের। ঢাকা ওয়াসার প্রধান

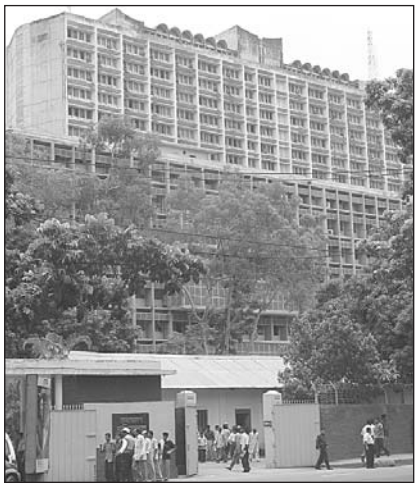

প্রকৌশলী জনৈক আব্দুর রশিদ স্বাক্ষরিত। দুই হাজার শব্দের দীর্ঘ এই উড়ো চিঠিতে বলা হয়, দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পূর্ব থেকেই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বিগত সরকারের বিদ্যুৎ খাতে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটকে আত্মঘাতী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ধ্বংসাত্মক প্রভাব ও ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করেন। এ ক্রেডিট গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে বলেও প্রচার করা হয়। অথচ পরবর্তীতে এই সাপ্লাই ক্রেডিট প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়। উড়ো চিঠিতে প্রক্রিয়াধীন খুলনা ২১০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের

অনিয়ম তুলে ধরা হয়। উড়ো চিঠিতে বলা হয়, খারাপ পারফরমেন্স, নিম্নমানের যন্ত্রপাতি, সিঙ্গেল টেন্ডার ও অত্যধিক মূল্যের কারণে সরকারি কমিটি ইতিপূর্বে চীনা প্রতিষ্ঠান সিএমইসির দরপ্রস্তাব ফেরত দিয়েছে। সর্বশেষ গত ৯ জুলাই '০৩ তারিখে হার্ড টার্ম লোন কমিটির সভায় চীনা সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের এই দরপ্রস্তাবটি তৃতীয়বারের মতো বাতিল করা হয়েছে। অথচ তখন এই দরপ্রস্তাবটি গ্রহণের নানা ধরনের অপতৎপরতা চলছে। উড়ো চিঠিতে পাগলায় পানি শোধনাগারের অনিয়মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। উড়ো চিঠিতে আরো লেখা আছে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষের দিকে ডিএপি-১ এবং ডিএপি-২ সার কারখানা প্রকল্প দু'টির চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এ প্রকল্প দু'টি থেকে বছরে ১০০ কোটি টাকা ক্ষতি হবে এ অজুহাতে জোট সরকার প্রকল্প দুটো বাস্তবায়ন স্থগিত করে দেয়। তখন এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্টও সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে স্বার্থান্বেষী মহল প্রকল্প দুটো চালু করার উদ্যোগ নেয়। অবৈধ অর্থের ভাগ মেটাতে গিয়ে প্রকল্প দুটোর ব্যয় ৮৫৯ কোটি টাকা বেড়ে ১৫০০ কোটি টাকায় এখন দাঁড়িয়েছে। চিঠিতে অনিয়মের এ বিষয়টির প্রতি তারেক রহমানকে ইঙ্গিত করা হয়। এ উড়ো চিঠির ভিত্তিতে ২০ এপ্রিল নূরুল ইসলাম 'প্লিজ টুক আপ' লেখেন বলে জানা যায়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক ১১ কে মার্ক করে দ্রুত উপস্থাপনের নির্দেশ দেন।

উড়ো চিঠি : জামায়াতপন্থীদের তৎপরতা

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই জামায়াত প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। জামায়াতের দুই মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সচিবালয়ের ভেতর থেকে নেপথ্য ভূমিকা পালন করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে আছেন তাদের একজন আমলা। শিক্ষার সঙ্গে জড়িত অপর সচিব মিলে প্রশাসনকে জামায়াতীকরণ করার উদ্যোগ নেন। গড়ে তোলেন নেটওয়ার্ক। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ভারপ্রাপ্ত সচিব নূরুল ইসলাম উড়ো চিঠির ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দিলে নড়েচড়ে বসে জামায়াতপন্থীরা। কার্যত এ মহলই নূরুল ইসলামের কাজকে বাহবা দিতে এগিয়ে আসে। সূত্র জানায়, মূলত তাদের উদ্দেশ্য বিএনপিকে ফাঁদে ফেলানো। ৩০ এপ্রিলে ডেডলাইনের পর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া চীনে যান। চীন থেকে ফিরে এসে সবকিছু তার নজরে আনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় নূরুল ইসলামকে। গোয়েন্দা সংস্থা তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন, নূরুল ইসলামের সঙ্গে রয়েছে আরো পাঁচ সচিব। তারা সরকারের তথ্য পাচারের সঙ্গেও জড়িত। এ সচিবদের তিনজনই জামায়াত সমর্থক বলে পরিচিত। গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে পাঁচ সচিবকেও অপসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়। সূত্র জানায়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত ফাইলও রেডি করে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উর্ধ্বতন মহলের নানা তৎপরতায় এখন তাদের অব্যাহতি দেয়ার প্রক্রিয়া থেমে গেছে। চলছে নূরুল ইসলামকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ। যদিও নূরুল ইসলাম এসব তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন।

নূরুল ইসলাম ও পাঁচ সচিবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের মন্থর গতি নিয়ে প্রশাসনে চলছে তোলপাড়। সরকারপন্থী প্রশাসন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের সুবিধাভোগী কর্মকর্তাদের এমন আচরণে বিএনপি বিপাকে পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নানা অনিয়মের তদন্ত করার অধিকার রয়েছে। নূরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী, সরকারে বিশ্বস্ত আমলা হয়ে এমন সময় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, যা ৩০ এপ্রিলের আগে জোট সরকারকে ভয়াবহ বিপদে ফেলে দিতে পারতো। এ কারণেই সন্দেহ সর্বত্র দানা বেঁধেছে। এ দেশের আমলাদের সরকারের বিরুদ্ধে সাবোটাজ করার ঘটনা অতীতে বহুবার ঘটেছে। তাহলে কি নূরুল ইসলামের উড়ো চিঠির তদন্ত নির্দেশ এ ধারাবাহিকতার ফসল!

কাজী রকিবুল

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L\#"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসি সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে ওজন মেপে মাংস দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

সুন্দর মনের স্কুল-কলেজের মেয়েরা লিখ। - রোমিও, বক্স নং-৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা
***
পাত্রী প্রয়োজন : অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী মুসলিম পাত্র (৩২)-এর জন্য পাত্রী প্রয়োজন। পাত্রীকে লম্বা এবং গ্রাজুয়েট হতে হবে। পাত্রীর পরিবার ঢাকায় বসবাসকারী হলে ভালো হয়। পাত্র এ বছরের শেষ দিকে দেশে ফিরবেন। পাসপোর্ট সাইজের ছবি (ফেরতযোগ্য), ফোন নং (যদি থাকে) ও তথ্যাদিসহ লিখুন। -নূরনবী (Noor Nabi), P.O. Box K-791, Sydney, N.S.W-1240, Australia.
***
ঢাকায় বসবাসরত এবং বর্তমানে ঢাকায় চাকরিরত আর্মি অফিসার (ক্যাপ্টেন) ২৯ (৫-৯") পাত্রের জন্য ৫-৩" হতে ৫-৬" লম্বা, সুন্দরী, ভদ্র ও নম্র স্বভাবের বিবিএ/বিএ/বিএসসি/ অনার্স পড়ুয়া অথবা পাস পাত্রী চাই। পাত্রীর বয়স ২০-২৪ হতে হবে। পরিবার ছোট এবং ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত হতে হবে। মেয়ের বাবা যেকোনো প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হতে হবে। পাত্রের বাবা নেই। মা চাকরিরত এবং একমাত্র বোন বিবাহিত। বায়োডাটাসহ যোগাযোগ করুন। -ফাহিম বক্স : ৩২১, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা
***

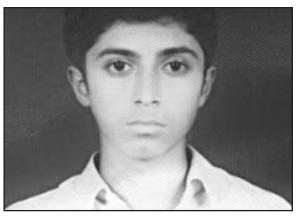

দুষ্টু বালক ওমর নাসিফ, পড়াশোনায় ফাঁকিবাজ। খবর পেলাম সে পেয়েছে জিপিএ-৫! শুভেচ্ছা+শুভ কামনা... সাইফুল, নাঈমা এবং...